

History (H), Sem-5, Paper- DSE1

Pre- Modern economy of China:

আয়তন ও জনসংখ্যায় চিন হল পৃথিবীর একটি বিশাল দেশ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে এর জনসংখ্যা ছিল ৪৩০ মিলিয়ন, চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ১৩০ মিলিয়ন একর। ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত, অর্থনীতি ছিল কৃষি-নির্ভর। সরকারি রাজস্বের বেশিরভাগ আসত ভূমি রাজস্ব থেকে। কনফুসীয় সমাজ- ব্যবস্থায় কৃষিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, শিল্প ও বাণিজ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অল্প উৎপাদন, অল্প ব্যয় ও স্বয়ম্ভরতা হল এই অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। চিনে জন- সংখ্যা বেড়ে চলেছিল, দেশে শান্তি ছিল, বেশি জমি চাষের আওতায় এসেছিল, চাষের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। নতুন শস্য চাষের ব্যবস্থা হয়। আমেরিকা থেকে নতুন শস্য আলু ও বাদাম চাষের প্রযুক্তি এসেছিল, দক্ষিণ ভিয়েতনাম (চম্পা) থেকে অল্প সময়ে ধান উৎপাদনের প্রযুক্তি এসেছিল। চিনের কৃষক ছিল খুব পরিশ্রমী, তারা বছরে দুটি বা তিনটি শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছিল। ভৌগোলিক ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে চিনের প্রাক-আধুনিক অর্থনীতি জনগণের জন্য খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু উন্নততর স্তরে জীবনযাত্রার মানকে পৌঁছে দিতে পারেনি।

জন ফেয়ারব্যাক চিনের প্রাক-আধুনিক অর্থনীতিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন- গ্রামীণ, বাণিজ্যিক ও সরকারি। চিনের কৃষি- অর্থনীতিতে ধানের উৎপাদন ছিল প্রধান, জমিতে বাঁধ দিয়ে ব্যাপকভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দক্ষিণ ও মধ্য চিনে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হত। চিনের জলপথে পরিবহন ব্যবস্থা ছিল বেশ উন্নত। কৃষিজ উৎপাদনের মধ্যে দুটি প্রধান অর্থকরী পণ্য হল রেশম ও চা। এজন্য স্থায়ী বাগিচা শিল্প গড়ে উঠেছিল। এই কাজে প্রচুর শ্রমের দরকার হত, এধরনের কাজে প্রযুক্তি ও পশুশক্তির ব্যবহার ছিল সীমিত। চিনে অনেক অরণ্য ছিল, অরণ্যজাত সম্পদ থেকে ওষুধ, বার্নিশ ইত্যাদি তৈরি হত। চিনের নদীতে মাছ চাষের ব্যবস্থা ছিল। এসব ছাড়া ভুট্টা, সয়াবিন, গম, তুলো, শন, তৈলবীজ প্রভৃতি কৃষিজ পণ্য উৎপন্ন হত। এসব উদ্যোগে শ্রম বেশি ব্যবহার করা হত, প্রযুক্তির তেমন ব্যবহার ছিল না। রাষ্ট্রীয় আয়ের ৭৫ শতাংশ আসত ভূমি রাজস্ব থেকে, বাকিটা শুল্ক ও একচেটিয়া বাণিজ্য থেকে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে চিং সরকারের বার্ষিক আয় ছিল ৪৪ মিলিয়ন টায়েল, ব্যয় ছিল ৩৫ মিলিয়ন। বার্ষিক উদ্বৃত্ত হত আট থেকে নয় মিলিয়ন টায়েল (tael)। চিনের কৃষি অর্থনীতির সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা হল করের চাপ ছিল বেশি, রৌপ্য ও তাম্র-মুদ্রার বিনিময় হারে ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটানোর জন্য কৃষকের দুরবস্থা বেড়ে যেত। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, শস্যহানি ইত্যাদির ঘটনা ঘটলে কৃষককে মহাজনের দ্বারস্থ হতে হত। ভূস্বামী মহাজন হিসেবে কৃষকদের শোষণ করত, স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে ভূস্বামী ও জেস্ট্রি শ্রেণীর ঘনিষ্ঠতা ছিল (In spite of the natural fertility of the soil and the skill of the farmer, and in spite of the natural resources of China, the Chinese farming population lived a precarious life)। চিনের কৃষি অর্থনীতির আরও অসুবিধা ছিল। বেশিরভাগ জমির মালিকানা ছিল ভূস্বামী ও জেস্ট্রি শ্রেণীর। কৃষকের মালিকানাধীন জমি প্রথা অনুযায়ী পুত্রদের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হবার ফলে জোতের পরিমাণ ক্রমশ ছোটো হতে থাকে। এজন্য বলা যায় প্রাক-আধুনিক কৃষি-অর্থনীতি ছিল খোরাকি-নির্ভর (subsistence economy)

চিনে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে চলেছিল, কৃষি, শিল্প, ও বাণিজ্যে শ্রমের সরবরাহে কোনো ঘাটতি ছিল না। কৃষির রূপান্তরের পথে বড়ো বাধা ছিল দুটি। চিনা সমাজে সঞ্চয় বেশি হত না কারণ পরিবারগুলি ছিল আয়তনে বড়ো। পিতার সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ হয়ে যেত। অপর কারণটি হল চিনা সমাজে শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিভাজন রেখা অতিক্রম করা সহজ ছিল না। কৃষকরা ছিল অশিক্ষিত, শিক্ষিত ও সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা কৃষি ও শিল্পের মূলধন ও প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটানোর কোনো প্রয়াস চালাননি। কৃষি ও শিল্পের প্রয়োজন থেকে নতুন প্রযুক্তির সৃষ্টি হয়নি, বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করার মানসিকতাও গড়ে ওঠেনি।

চিনে খনিজ সম্পদ ছিল, কয়লা, লোহা, তামা, টিন, দস্তা-খনি থেকে আকর নিষ্কাশন করা হত। কিন্তু এসব খনি থেকে উৎপাদন তেমন বেশি ছিল না। চিনের শহরগুলিতে বাজার ছিল, সম্ভাহে তিন বা চারদিন বাজার বসত, গাড়ি, সম্পান ও মুটের মাথায় করে বণিকরা এসব বাজারে পণ্য নিয়ে আসত। ফেরিওয়াল বণিক (কোশাং) কৃষকদের প্রয়োজনীয় পণ্য লবণ, ধাতব দ্রব্য, কাগজ, শৌখিন পণ্য, বস্ত্র, বাসনপত্র, চা ইত্যাদি সরবরাহ করত। এই বাণিজ্যে যারা তদারকি করত তারা হত সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তি, এরা বিক্রীত পণ্যের ওপর স্থাপিত কর আদায় করত। স্থানীয় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য এবং শস্যে প্রদেয় সরকারি খাজনা নিয়ে আসত। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য ছিল। আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল তামা, পোর্সেলেনের বাসনপত্র, সার, রেশম ও কাঠ। চিনা বণিকরা পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করত যদিও সরকার তা পছন্দ করত না। ষোড়শ শতক থেকে পর্তুগিজরা চিনের সঙ্গে বাণিজ্য করতে শুরু করেছিল, চিন থেকে রেশম নিয়ে যেত জাপানে, জাপান থেকে নিয়ে আসত রূপো। বিদেশিরা চিনের বস্ত্র, রেশম ও চা কিনতে উৎসাহী ছিল। ক্যান্টন বন্দর থেকে চা ও পোর্সেলেনের বাসনপত্র রপ্তানি হত। মধ্যযুগের নানকিং বস্ত্রের চাহিদা ছিল 'বিদেশে। ক্যান্টন বন্দরের বাণিজ্যের পরিমাণ তেমন বেশি ছিল না কিন্তু এখানে পুঁজি গড়ে ওঠে, আধুনিক বাণিজ্য পদ্ধতির চলন হয়। তবে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চিন বিদেশি পণ্য কেনায় আগ্রহ দেখায়নি।

চিনের অর্থনীতি ছিল মুদ্রানির্ভর, লেনদেনে রূপো ও তামার মুদ্রা ব্যবহার করা হত। উনিশ শতকের গোড়া থেকে আর্থিক লেনদেনে কাগজি মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয় (In the nineteenth century the use of paper credit instruments began to supplement or supplant the cumbersome official transfer of silver bullion)। উপকূলের নিংপো ও উত্তর-পশ্চিমে শানসিতে ব্যাংকিং কাজকর্ম চালু হয়েছিল। মঙ্গোলিয়া, উত্তর চিন ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে শানসির যোগাযোগ ছিল। বাণিজ্য বিমা ছিল, দেশে অশান্তি বাড়লে কাগজি মুদ্রার ব্যবহার বেড়েছিল। বিশ থেকে ত্রিশটি ব্যাংকিং কারবার ছিল, রাজধানী ও প্রদেশগুলির মধ্যে আর্থিক লেনদেনে এগুলি সহায়ক হত। ক্যান্টন বণিকরা কাগজি মুদ্রার সাহায্যে চা ও রেশমের মতো পণ্য কিনত, প্রদেশগুলিতে এধরনের ব্যাংকিং কারবার প্রসারিত হয়। তবে উনিশ শতকের শেষ অবধি এক্ষেত্রে শানসির প্রাধান্য বজায় ছিল, বাণিজ্য বৃদ্ধি হল শানসি ব্যাংকিং কারবারের অগ্রগতির কারণ। সরকারি কর্মচারীরা ব্যাংকারদের পৃষ্ঠপোষকতা দিত, তবে দৈনন্দিন কারবারের সরকারি হস্তক্ষেপ ছিল না। সরকারি কর্মচারীরা প্রয়োজনে এদের দ্বারস্থ হত।

এ পর্বের চিনা অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হল আমদানি কম, মূলধন কম, এবং বিনিয়োগও কম। সঞ্চয় ও মূলধন কম থাকার জন্য বাজারে টাকার জোগানও কম ছিল (There was little creation of credit and only a limited supply of currency in the form of copper cash and silver bullion)। বণিকদের ওপর সরকারি কর্মচারীদের প্রভাব ছিল, বণিকরা অনেকসময় সরকারি শুদ্ধ। আদায়ের কাজ করত। ঝুঁকি নিয়ে শিল্প-বাণিজ্য উদ্যোগে লগ্নি করতে এরা ভয় পেত। চিনের প্রাচীন অর্থনৈতিক চিন্তায় মার্কেন্টাইল মতবাদের প্রভাব ছিল না, সম্পদ সৃষ্টির কথা বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা ভাবা হয়নি। রাষ্ট্র কৃষি ও শুল্ক থেকে সংগৃহীত সামান্য অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। চিন নিজেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ বলে গণ্য করত, অবাধ বাণিজ্য বা রপ্তানি বাড়িয়ে সম্পদ সৃষ্টির ধারণা ছিল না। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার অন্য কারণ হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। মূলধন বিনিয়োগ ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ধারণা ছিল না। চিনে বাজার ও কাঁচামাল ছিল, শ্রমের অভাব ছিল না, অভাব ছিল মূলধন, প্রযুক্তি ও উদ্যোগের।

এসব সত্ত্বেও চিনের প্রাক-আধুনিক অর্থনীতি ছিল পরিণত কারণ প্রথাগত ব্যবস্থায় যতটুকু উন্নতি করার সম্ভাবনা ছিল তা করা সম্ভব হয়। সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে এর চেয়ে বেশি উন্নতি ঘটানো সম্ভব ছিল না (The Chinese economic process had reached a high degree of efficiency in the use of its resources at a stationary level of technology)। জনসংখ্যা বেড়ে চলেছিল, উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়নি, এজন্য মাথাপিছু উৎপাদন (per capita productivity) এবং জীবন-যাত্রার মানে ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। উৎপাদন পরিভোগে লেগে যেত, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ছিল না। তবে স্বীকার করতে হয় এসব সত্ত্বেও চিনের অর্থনীতি ছিল অনেকখানি স্বয়ংস্বত্ব, এজন্য চিন পাশ্চাত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়নি। উন্নত জলসেচ ব্যবস্থার জন্য বর্ধিত জনগণের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। সেচ, ধানচাষ, পরিবহন, হস্ত ও কুটির শিল্পের উৎপাদন সবই প্রথাগত ভাবে সম্পন্ন করা হত। কৃষিজ ও শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ ছিল। কাংশেন, জিয়াতং ও জিয়াংশুতে তুলোর চাষ হত, জিংদেঝানে পোর্সেলেনের বাসনপত্র তৈরি হত। তামাক, চিনি ও শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ ও শ্রম বিভাজন ছিল। সরকার শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্যোগ থেকে সরে যেতে থাকে। চিন তার ভৌগোলিক ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রথাগত ধারায় স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতি নিয়ে চলেছিল, অন্যদিকে ইউরোপ তার শিল্প-বিপ্লবোত্তর পর্বের শক্তি-সামর্থ্য ও নতুন অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা নিয়ে চিনে এসে হাজির হয়েছিল (The Chinese economy was expanding within the limits set by geography and the inherited technology but was not rising to new levels of efficiency)। চিনে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল জনসংখ্যার অনুপাতে বেশ কম, মূলধন ছিল না, শ্রমের সরবরাহ ছিল অঢেল, পুরনো পদ্ধতিতে তারা উৎপাদন করত। শ্রম সাশ্রয়কারী প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো ইচ্ছা বা উৎসাহ কোনোটাই ছিল না (Land was limited and capital scarce, while labour was plentiful and generally skilled in the traditional methods of production. There was little means or incentive for labour saving innovation in farm technology)। সম্পদ সৃষ্টির নতুন শক্তি চিন অর্জন করতে পারেনি।

